মুভী ইন্টারন্যাশনাল - এর নিবেদন

ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত বিরচিত

বিয়ের খাতা

—ঃ মুভী ইণ্টার ন্যাশনালের নিবেদন ঃ—

বিয়ের খাতা

কাহিনী ঃ **ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত**

চিত্রনাট্য, সংলাপ, পরিচালনা ঃ **নির্মল দে**

সহকারী ঃ দিলীপ দে চৌধুরী ঃ রঞ্জন মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ **নচিকেতা ঘোষ** * সহকারী ঃ জয়ন্ত শেঠ

আলোকচিত্র ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত

সহকারী ঃ কেষ্ট চক্রবর্ত্তী, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ গ্রহণ ঃ বাণী দত্ত

সহকারী ঃ ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচু মণ্ডল

সম্পাদনা ঃ সুকুমার সেনগুপ্ত

সহকারী ঃ সুনীত সাহা, চিত্ত দাস

শিল্প-নির্দেশনা ঃ বিমল সরকার

দৃশ্যপট অঙ্কন ঃ এস, রামচন্দ্র

ব্যবস্থাপনা ঃ কানাই রায়, সুশীল রায়

রূপসজ্জা ঃ মদন পাঠক

সহকারী ঃ জামাল হোসেন

শব্দপুর্ণগ্রহণ ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

গীতকার ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

কণ্ঠ-সঙ্গীত ঃ হেমন্ত মুখোপাধায়, মীনা কাপুর (বোম্বাই), আরতী মুখোপাধ্যায়

আলোক-সম্পাত ঃ হরেন গাঙ্গুলী, দুখী অধিকারী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, সন্তোষ সরকার, অবনী নস্কর।

রূপসজ্জা ঃ বৈজুরাম শর্মা

প্রচার ঃ যোগজীবন বন্দোপাধ্যায়

স্থিরচিত্র ঃ এডনালরেঞ্জ

পরিচয় অঙ্কন ঃ দীগেন স্টুডিও

পরিবেশনায় ঃ পি. কে. পিকচার্স

ঃ রূপায়ণে ঃ

সুনন্দা দেবী, মঞ্জুলা, পদ্মা দেবী, গীতা দে, তপতী, সন্ধ্যা দেবী, হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, আশিষ সেন, অনুপকুমার, তরুণকুমার, মিহির, অমর মল্লিক, হরি মোহন, দিলীপ রায়, শ্রীকণ্ঠ, প্রীতি মজুমদার, বিরেশ্বর সেন ও আরো অনেকে।

*** কৃতজ্ঞতা স্বীকার ***

নর্থ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, শ্রীহিমাংশু মুখোপাধ্যায় (কালিম্পং)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্মস লেবোরেটরীজ প্রাঃ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত।

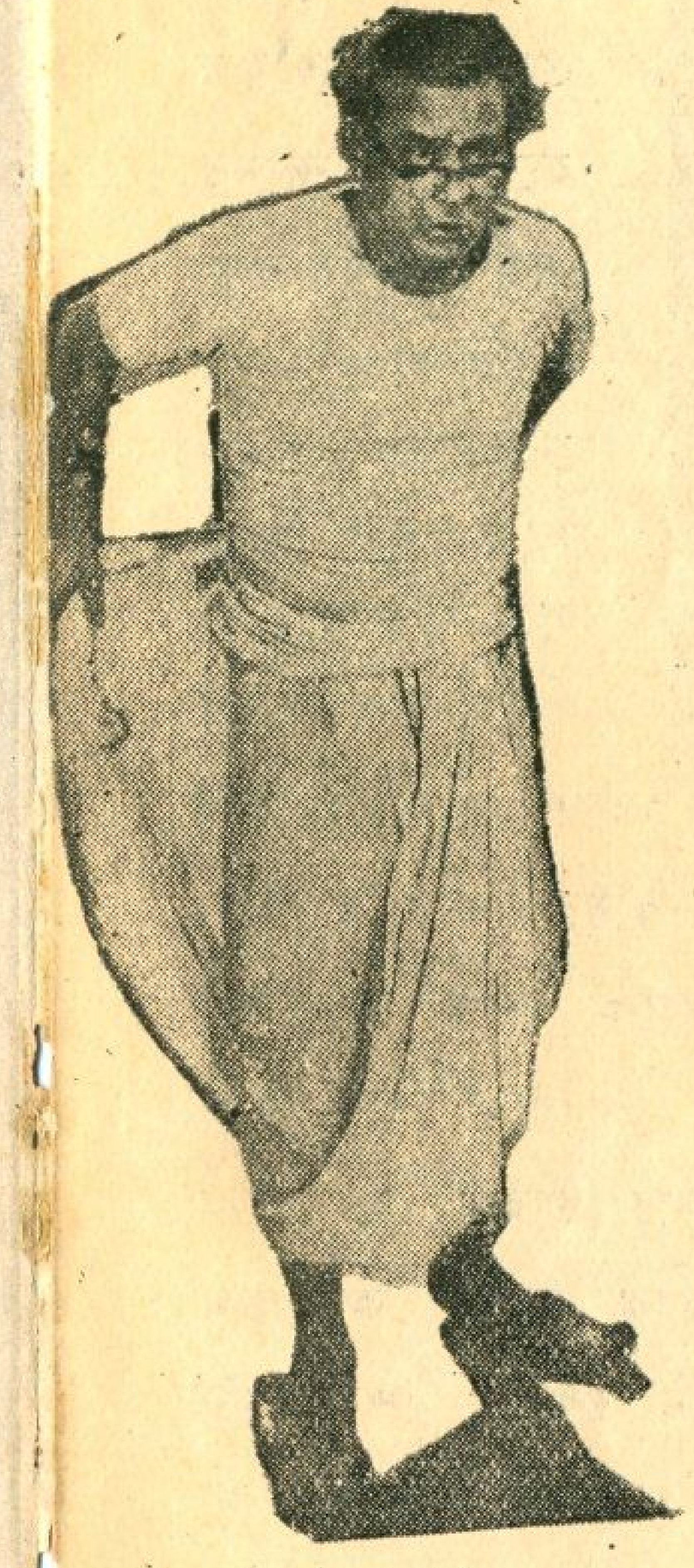

বিয়ের খাতা

বিয়ের খাতা।

বিশাল তার আকার, সুদৃঢ় বাঁধাই। আলিপুর কোর্টের সাব-জজ ধনগোপালবাবু তার পাতায় পাতায় এঁটে রেখেছেন অসংখ্য সুশ্রী তরুণীদের ছবি, তার পাশে পাশে তাদের জন্ম-পরিচয়। লম্বা না বেঁটে, সরু না মোটা, লেখাপড়া সঙ্গীতাদি কাজ জানার ফিরিস্তির পাশে চোখের রঙ, চুলের দৈর্ঘ্য, হাঁটার ভঙ্গি মায় ঠিকুজীর প্রতিলিপির সঙ্গে তাদের তিন পুরুষের কর্মপরিচয়।

ধনগোপালবাবুর একমাত্র পুত্র অরিন্দম সদ্য ওকালতি পাশ করেছে। তারই বিবাহের জন্য ধনগোপালবাবুর এই বিপুল আয়োজন। প্রতিটি পাত্রীকে তিনি খতিয়ে দেখেছেন। ষ্টীলের ফিতায় পাত্রীর উচ্চতা মেপেছেন, চুল খুলে তার আসল নকল পরখ করেছেন, গায়ে জল ছিটিয়ে রঙের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করেছেন। আর এই প্রতিটি পরীক্ষাতেই তিনি বিয়ের খাতায় পাত্রীদের নম্বর দিয়েছেন। পরিতাপের বিষয় কোন পাত্রীই অদ্যাবধি ৩৫০ নম্বরের বেশী পায়নি, অথচ অন্যুন পাশ-মার্ক তিনি করে রেখেছেন ৫০০।

অরিন্দম লাজুক, অরিন্দম ভাবুক লুকিয়ে লুকিয়ে সে কবিতা লেখে। তার এই ভাবুক প্রকৃতি তার মাকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বামীকে তিনি চাপ দেন সত্বর অরিন্দমের বিয়ে দেওয়ার জন্যে। বিয়ের ব্যাপারে অরিন্দম চিরদিন পিতার মতামতের উপরই নির্ভরশীল হলেও বন্ধু সুকেশের বোন অলকা ইদানীং তার মন জয় করেছে। লজ্জার মাথা খেয়ে সে কথা সে প্রকাশ করতে পারেনি, কিন্তু অলকাও ছাড়বার পাত্রী নয়। ফলে অপাঙ্গের কটাক্ষাঘাতে যার সূত্রপাত হয়েছিল

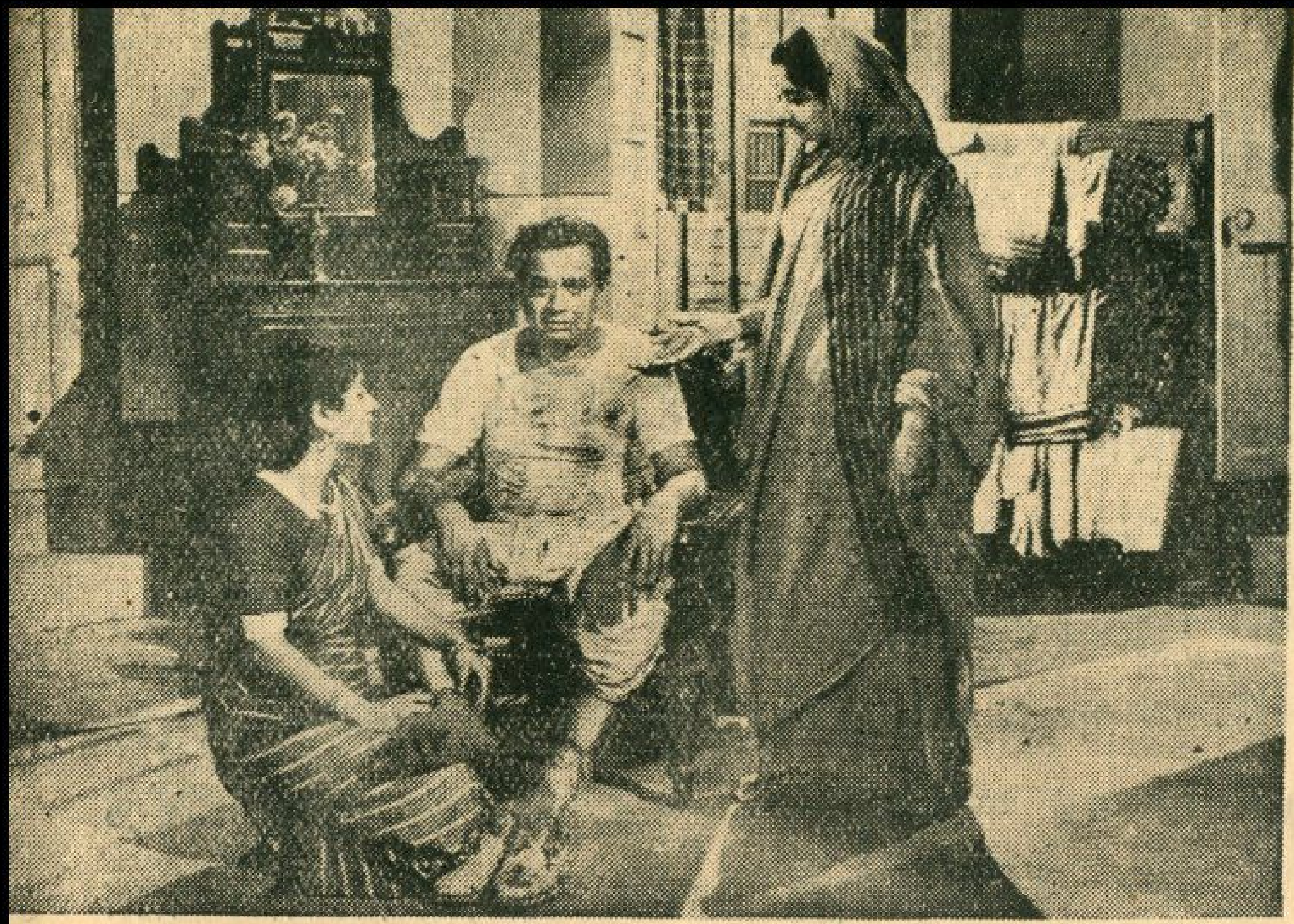

তার পরিণতি এসে পরিণয়ের তীরে তরী ভেড়াতে চাইল। একাজে সহায়ক হলেন অরিন্দমের এক ডাক্তার বন্ধু, কালিম্পঙে নতুন চাকরীতে এসে সবে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ধনগোপাল বাবুর পরিবারের কেউই একথা জানতেন না। শুধু আঁচ করতে পেরেছিল তার একমাত্র মেয়ে অমলা। অলকার ছবিটিও পিতার 'বিয়ের খাতা'য় আঁটা আছে দেখে সে পিতাকে আবার পাঠালো অলকাকে দেখে আসতে। কিন্তু ষ্টীলের ফিতায় অলকার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়ে, চুল খুলে তার গুছি দেখতে চেয়ে ধনগোপালবাবু এমন অবস্থার সৃষ্টি করে এলেন যে তাঁকে অপমানিত হয়ে ফিরতে হ'ল। এর পর খাতা থেকে বাছাই করে জন চারেককে আরেকবার দেখতে চেয়ে চিঠি দিয়ে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন। উত্তর এল মাত্র একজনের কাছ থেকে, সঙ্গে একটি অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ-লিপি। নিরুপায় ধনগোপালবাবুর মনের অবস্থা তখন বিপর্যস্ত প্রায়।

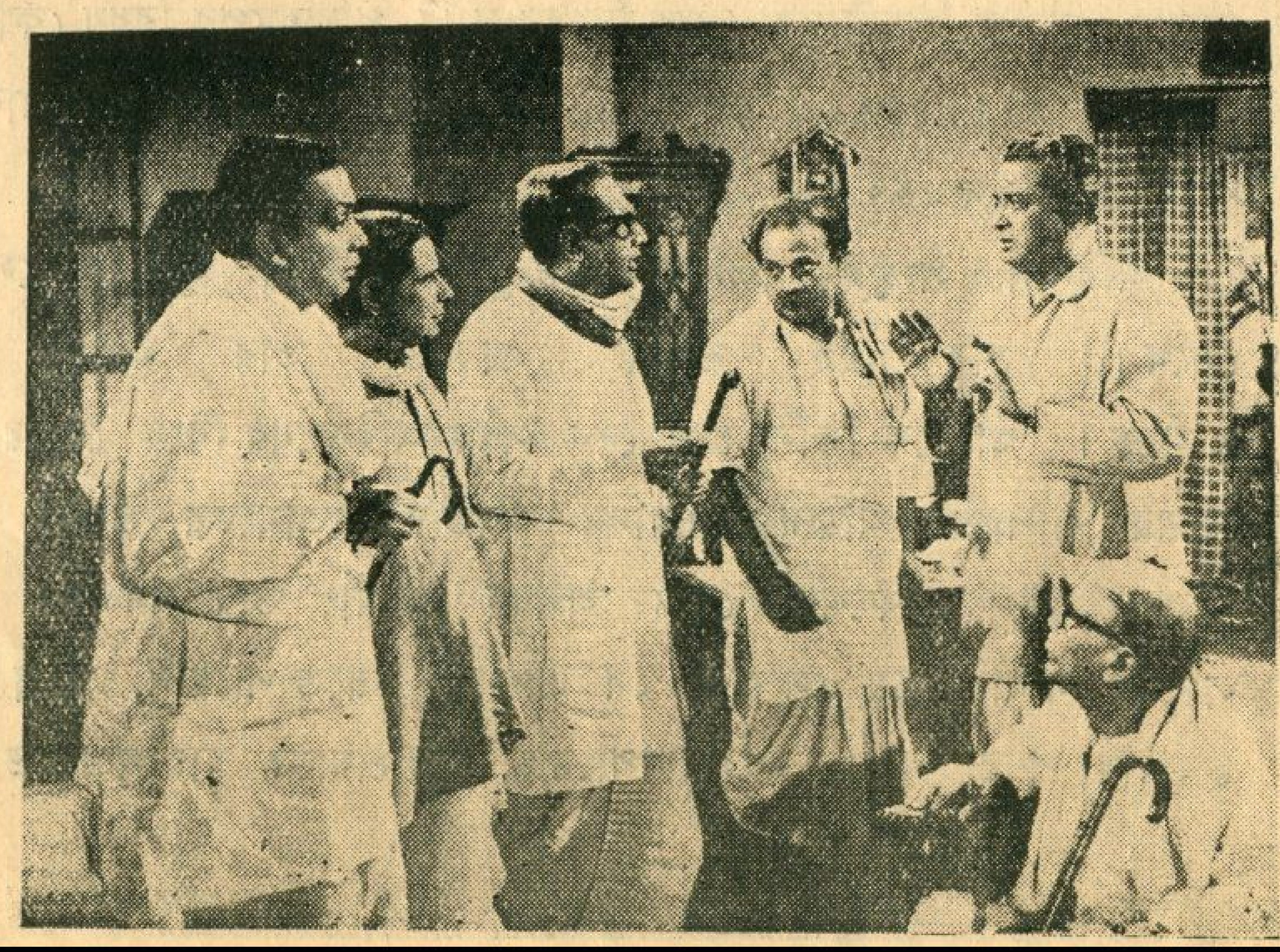

একজন পরামর্শ দিল খাতার সব কটি পাত্রীকেই আবার দেখতে চেয়ে চিঠি দিতে। ফল হল কয়েক শত পাত্রীর পিতা একই দিনে, একই সময়ে এসে ধনগোপালবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর এই আহ্বানকে ধাপ্পাবাজী মনে করে হট্টগোল সুরু করলেন। আর ওদেরই ভিড় গলে এল ছোট্ট একটি টেলিগ্রাম, এল কালিম্পঙ থেকে অরিন্দম অলকার বিবাহের নিমন্ত্রণবার্তা। দিশেহারা ধনগোপালবাবু কি এ বিয়েকে স্বীকার করে নিতে পারবেন? তাঁর বিয়ের খাতায় এ পাত্রীর নাম রয়েছে বটে, তার-মার্ক যে ৪৭৫-ও নয়।

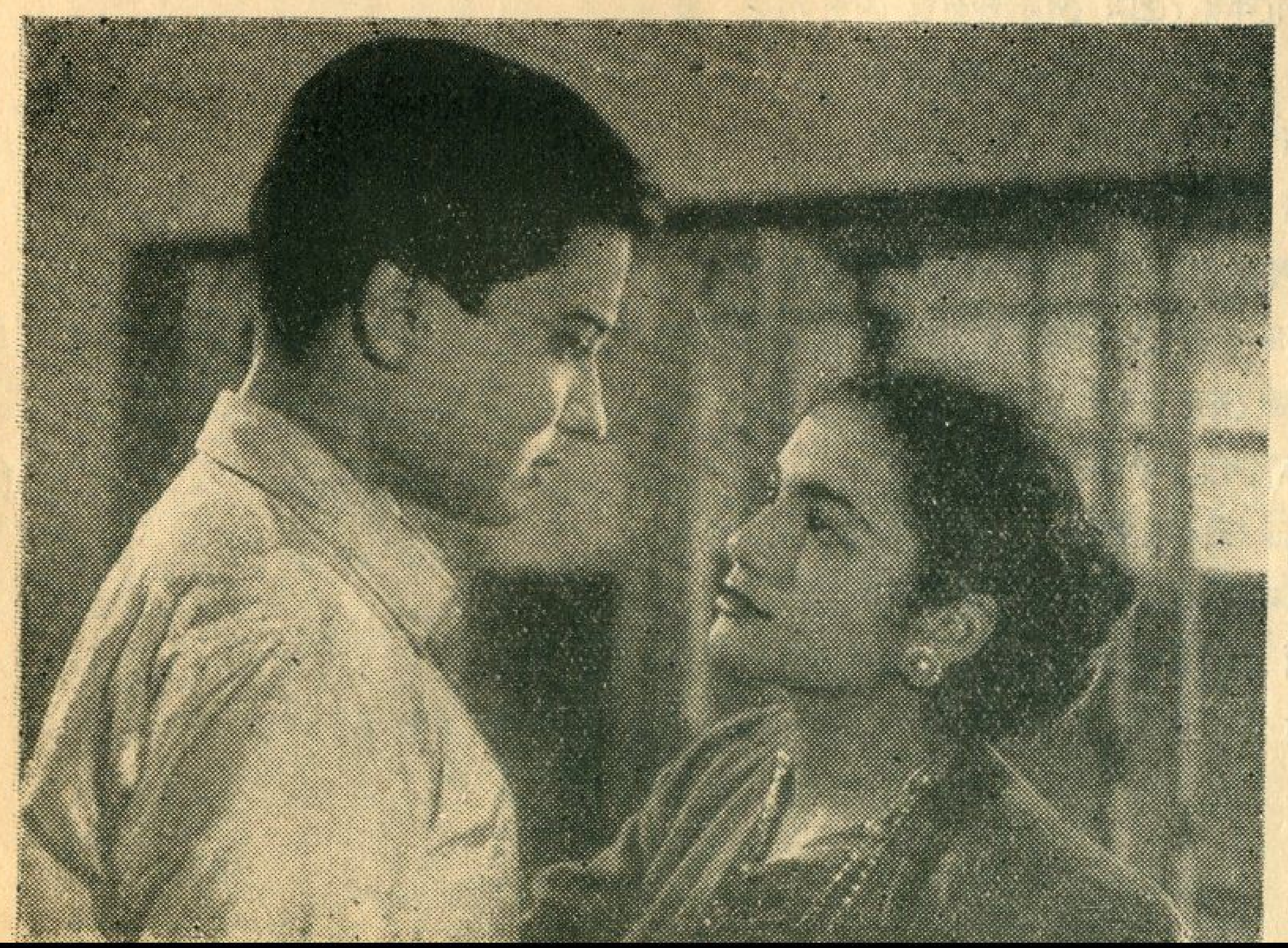

॥ ১ ॥

পৃথিবীটা ছোট নয়,
কোথায় হারিয়ে যাব
দেখা হবে তবু তুমি বলবে
চলন্ত ট্রেনে যেন পরিচয় দুজনের
যে যার স্টেশনে যাব নেমে
ট্রেণ তবু চলবেই
ট্রেন তবু চলবেই ॥
কাল তুমি থাকবেনা হয়ত
(জানি) কোন কিছু শাশ্বত নয়ত,
ক্ষণিকের প্রেম যেন জ্বলন্ত দেশলাই
ফস্ করে জ্বলবেই—জ্বলবেই
ট্রেন তবু চলবেই
ট্রেন তবু চলবেই
ফুলেরা ছড়িয়ে দিল ওডিকোলনের মৃদু গন্ধ
বাজে হৃদয়ের পিয়ানোতে টুং টাং টুং টাং ছন্দ ॥
আজ যেন সবই ভাল লাগছে
বাতাসের সিম্ফনী জাগছে।
এদুটি জীবন তুমি প্রেমের রিবনে বেঁধে
জানি তবু ছলবেই—ছলবেই
ট্রেন তবু চলবেই
ট্রেন তবু চলবেই ॥

॥ ২ ॥

ওগো. প্রজাপতি রং ভরা ঐ পাখনা মেলনা
এখানে রং এর খেলা শুধু খেলা খেলা।
ওগো ঝর্ণা তুমি বাজিয়ে নূপুর চরণ ফেলনা
এখানে গানের খেলা শুধু খেলা খেলা ॥

বনে রং মনে রং মেঘে রং এখানে
দোল দোল কি যে দোল কেন দোল কে জানে
কুয়াশা কন্যা তোমার এখনও কি লজ্জা গেলনা
এখানে আলোর খেলা শুধু খেলা খেলা ॥

এখানে রূপকথারই রাজকন্যা আছে।
পক্ষীরাজে চড়ে বুঝি এলাম তারই কাছে
প্রাণে সুর গানে সুর কত সুর আহা রে
শুধু ঢেউ কত ঢেউ নীল নীল পাহাড়ে।
ওগো বাতাস তোমার ছন্দ নিয়ে এবার খেলনা
কুয়াশা কন্যা তোমার এখনও কি লজ্জা গেলনা
এ যে এক সুরের খেলা শুধু খেলা খেলা ॥

মুভী ইণ্টারন্যাশনালের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

তমসার শেষ

মুভী ইণ্টারন্যাশনালের পক্ষে শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং শ্রীগুরু প্রেস ১৪, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীজগদীশ দাশ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত।